দিদিমার কাছে অপুর মুখোশ সেলাই করা শেখা

IndSciCovid

by Indian Scientists Response to Covid

https://indscicov.in/

Indian Scientists' Response to COVID-19

অপু বাড়ির দোরগোড়ায় বসেছিল। আজকাল বাইরে বলতে যেটুকু যাওয়া যায় তা এটুকুই । লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে সুপর্ণা-মাসির কড়া নির্দেশ মেনে চলেছে সবাই, কারণ তিনি নিজে একজন ডাক্তার। তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কেউ যেন বাড়ির বাইরে না বেরয় । বিশেষত যাতে তার বয়স্কা দিদিমার ভাইরাস সঙ্ক্রমণ না হয়, সেই জন্য। ঠিক করা হয়েছে অপুর বাবাই একমাত্র বাইরে যাবেন, আর সেটাও শুধু দরকারি জিনিসপত্র আনার জন্য। কয়েকদিন পর পর তিনি যখন বাইরে যান, একবার করে ওষুধের দোকানে ঢুঁ মেরে আসেন আরও মুখোশ কেনার জন্য।

অপুর দাদা দীপুও বাড়িতে আছে। তার কলেজের রুমমেটের কোভিড-১৯ ধরা পড়ার পর থেকে সে বাড়িতে নিজের ঘরে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে। তাকে নিজের ঘরের মধ্যে সারাদিন মুখোশ পরে থাকতে হয়। সে ঘুমানোর সময় খুলে রাখতে পারে। দীপু যখন বাথরুমে যাওয়ার জন্য নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তার মুখে ফ্যাকাসে ধরনের একটা মুখোশ পরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অপু। অথচ সে দেখেছে অন্যরা কেমন রংবেরঙের মুখোশ পরছে আজকাল!

'মা, দ্যাখো, সবাই কেমন রঙবেরঙের মুখোশ পরে থাকে... দাদার জন্য আমরা এমন একটা মুখোশ আনতে পারি না?' অপু দরজা থেকে বাড়ির দিকে মুখ করে মাকে জিজ্ঞস করলো। 'ওগুলো বোধহয় বাড়িতে বানানো কাপড়ের মাস্ক', তার মা অপর্ণা কাছে এসে আশ্বস্ত করে উত্তর দিলেন। 'আর এতো জোরে বলিস না! সবাই ভাববে তোর দাদার কোভিড১৯ হয়েছে! আসলে ও তো শুধু কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে, আর তোর মাসির কথা মত বেশি সাবধান হওয়ার জন্য মুখোশ পরে থাকে।'

ওকে এভাবে চুপ করিয়ে দেওয়ার কারণে অপু বিরক্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে চলে এল। ঠিক করল অনলাইনে কাপড়ের মুখোশ পাওয়া যায় কি না দেখবে । একটু পরেই তার মাথায় অনেক প্রশ্ন চলে এল। এবার তার দিদিমাকে জিজ্ঞেস করল অপু , 'আচ্ছা দিদুন, তুমি মুখোশ সেলাই করতে পারো? আমাদের কি সেলাই মেশিন আছে?'

'আমি তো সেই কবে চোখ খারাপ হওয়ার পর থেকে আর সেলাই করি না রে,' দিদিমা উত্তর দিল। 'আমরা বাড়িতে মাস্ক বানাতে পারি না? তুমি আমাকে সেলাই করা শিখিয়ে দেবে?' অপু আবার জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ততক্ষণে দিদিমার মন আর তার কথার দিকে ছিল না। তিনিও কয়েক সপ্তাহ হল বাড়ির বাইরে যান নি, আর প্রতিবেশী মহিলাদের সংগে গল্পগুজব হচ্ছে না বলে মন খারাপ। তিনি ফোন ব্যবহার করা খুব একটা পছন্দ করেন না। এখন আর নতুন করে ফোন ব্যবহার করা শুরু করতে চান না, কিন্তু তাঁর বান্ধবীরা কেমন আছে জানতে তাঁর মন উসখুস করে থাকে।

অপু আবার মার কাছে ফিরে গেলো কাপড়ের মুখোশের কথা পাড়তে। 'দ্যাখো মা, যতটুকু পড়লাম, বুঝতে পারছি যা বাবার শুধু কাপড়ের মাস্ক পরলেই হবে। যদি বাবার অসুখ হয়েও থাকে তবুও ভাইরাস ছড়াবে না। তুমি মাসিকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

অপর্ণার বোন সুপর্ণা স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার। যদিও তিনি আজকাল খুব ব্যস্ত থাকেন, তবু কয়েকদিন পর পর ফোনে অন্তত তাঁর মার, অর্থাৎ অপুর দিদিমার, খবর নিতে ভোলেন না। তিনি কয়েকদিন আগে হাসপাতালে মুখোশের অভাবের কথা বলেছিলেন। সেটা শোনার পর থেকে অপর্ণা চিন্তিতঃ "আমরা কি সবাই এই কাপড়ের মুখোশ ব্যবহার করতে পারি না? তাহলে সুপর্ণা আর তার সহকর্মীরা তাদের যা আসলে দরকার সেই ধরনের ডাক্তারি মুখোশ ব্যবহার করতে পারে...' তিনি ভাবছিলেন।

সেদিন অপর্ণা অপুর দিদিমার পুরনো সেলাইয়ের জিনিসপত্র বার করে দেখছিলেন, এবং তাঁর উৎসাহ দেখে দিদিমা ঠিক করলেন তিনিও লেগে পড়বেন। 'এটা কী কাজে লাগে? এই হুকটা কীসের জন্য? সূচে কেমন করে সুতো ঢোকায়?' অপু জিজ্ঞেস করছিল। সেলাইয়ের কাজে অপর্ণার কোনোদিনই তাঁর মার মত ধৈর্য ছিল না, তাই অপুর সব প্রশ্ন মার দিকে ছুঁড়ে দিতে পেরে খুশীই হলেন। প্রথমে দিদিমা অপুকে কয়েকটি সহজ সেলাই শেখালেন। তারপর অপু কোথা থেকে একটা তিন স্তরের প্যাটার্ন খুঁজে নিয়ে দিদিমার সংগে বসে সেটা সেলাই করার নির্দেশগুলো পড়ে ফেলল। ইতিমধ্যে অপর্ণা বালিশের কিছু পুরনো কভার খুঁজে পেলেন যেগুলো কেটে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরের দিন অপু একটি মাস্ক সেলাই করতে লেগে গেল।

সেদিন রাত্তিরে কাপড়ের মুখোশ পরা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো বাড়িতে। অপু এবং তাঁর মা অনেক যুক্তি দেখিয়েও আপুর বাবাকে আস্বস্ত করতে পারলো না যে কাপড়ের মুখোশ পরাটা নিরাপদ। তবুও সেই সেলাই করা মাস্কটা ডিটারজেন্টে ধুয়ে শুকোতে দিয়ে এল অপু।

LABONIE

কয়েকদিন পর অপু দেখল বাবা তার সেলাই করা মাস্ক পরে বাজার যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে! 'বাবা, তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে কিন্তু এই মাস্ক পরে! তুমি কি আয়নায় দেখে তারপর মত বদলালে?' অপু জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আমারও মনে হলো এটায় ভালো দেখাচ্ছে! কিন্তু তার আগে আমি কাপড়ের মাস্কের ওপর কয়েকটা সরকারি ওয়েবসাইট দেখেছি, তোর মাসীর সঙ্গেও কথা বলেছি। তোর মাসী বলেছে কাপড়ের মুখোশ পরে বাইরে গেলে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু দীপুর জন্য এখনো ডাক্তারি মুখোশের দরকার আছে। ওর ভাইরাস থাকার সম্ভাবনা বেশি তো, তাই। আর তোর মাসী মাকেও টেক্সট করে জানিয়েছে যে তার হাসপাতালের লোকজন মাকে ধন্যবাদ জানাতে চায়। আমরা যদি ডাক্তারি মুখোশ কম ব্যবহার করি, তাহলে তাদের দরকারের জন্য বেশি করে ডাক্তারি মুখোশ পাওয়া যাবে। তুই কি দিদিমার সংগে বসে আরো কয়েকটা বানাতে পারবি? শুধু আমাদের জন্য নয়, আমাদের বন্ধু বান্ধবদের জন্যেও?'

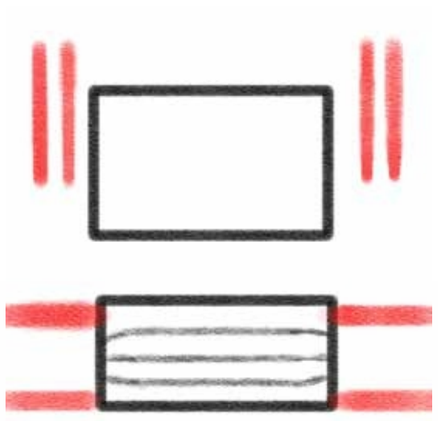

দিদিমা তাঁর এক বন্ধুর পুরোনো সেলাই মেশিন ধার করে নিয়ে এলেন এবং তাতে জয়কে সেলাই শেখাতে লাগলেন । এর পর থেকে বাইরে যাবার জন্য উশখুশ করার বদলে অপুর সেলাই করার দিকে ঝোঁক বেড়ে গেল। অনেকদিন পর সেলাই নিয়ে বসতে দিদিমারও খুব ভালো লাগছিল, যদিও চোখ খারাপের জন্য তিনি শুধু অপুকে কাপড় কেটে দেবার কাজে সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু করতে পারছিলেন না। কিন্তু অপু নতুন কোনো মাস্ক-এর নমুনা খুঁজে পেলেই দিদিমাকে জানাছিল, আর এই নিয়ে তাদের মধ্যে এন্তার কথাবার্তা হতো।

‘আমি তো সাধারণ ব্লাউজ সেলাই ছাড়া কিছু পারি না। যাক, এই সব ঝামেলা চুকে গেলে তোকে আমি আমার বন্ধু কল্পনার ছেলের সংগে পরিচয় করিয়ে দেব । তার একটা দর্জির দোকান আছে এই রাস্তাতেই। সে তোকে সব ধরনের সেলাই শিখিয়ে দেবে।' দিদিমা বলল। 'তাহলে তো দারুণ হয়!' অপু নতুন একটা মাস্ক সেলাই করার জন্য সূচে সুতো ঢোকাতে ঢোকাতে বলল।

দরকারি তথ্য পরিবেশন করার জন্য এবং সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা বোঝানোর জন্য এইসব কাহিনী উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য খানিকটা সরলীকরণ করতে হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো যথাযথ জানার জন্য আনুষঙ্গিক দলিলগুলি ওয়েবসাইটএ দেখে নিন।